বগুড়ার গাবতলী উপজেলা কেন্দ্রে দু'জন ছাত্র ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে নকল করছে। (ডানে) একই কেন্দ্রে অপর এক ছাত্রী খাতার নীচে বই-এর কাটা পাতা থেকে উত্তর লিখছে। —সংবাদ

এইচএসসি পরীক্ষা ঃ পাবনার চিত্র

পাবনা : এইচ, এস, সি এবং কামেল-ফাজেল পরীক্ষা নিয়ে পাবনা শহরে নানা কথা। কেউ বলছেন, জেলা প্রশাসন বেশী বাড়াবাড়ি করছেন, এতোটা কঠোর হলে পরবর্তীতে বিপদ হতে পারে। এরপর প্রশাসনের কোন দুর্বলতা পেলে ছাত্ররা ছাড়বে না। কেউ বলছেন, ঠিকই 'মেজার' নিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা। এ রকম না হলে পরীক্ষায় নকল রোধ সম্ভব হবে না। আবার, কারো কারো মতে, 'পাবনায় পরীক্ষা রঙ্গ জমেছে ভালোই।'

এরকম নিয়ম রয়েছে যে, কোন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে নকল পাওয়া গেলে খাতাটি সীজ করা হবে, তাকে বহিস্কার করা হবে। খাতা এবং নকল (অথবা কোন আলামত) আলাদা প্যাকেট করে দুয়েকটা প্রয়োজনীয় তথ্য সহ পাঠাতে হবে বোর্ডে। পাবনার ক্ষেত্রেও তাই করা হচ্ছে, তবে এমন কিছু বাড়তি কাজ করা হচ্ছে যা শহরে সাধারণ মানুষের মনে কৌতুক সৃষ্টি করেছে।

নকলের অভিযোগে বহিস্কৃত ছাত্রের খাতা এবং উদ্ধারকৃত নকলের সাথে প্যাকেট করে বোর্ডে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষার্থীর জুতা, মোজা, কলম এমনকি কাঠের খণ্ড পর্যন্ত। এ রকম ব্যাপার আর কোথাও কখনো শোনা যায়নি।

পাবনা জেলার ১২টি এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে সাড়ে ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার্থী। এদের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজী পরীক্ষার দিনে বহিস্কার করা হয়েছে প্রায় সাড়ে ৭শ জনকে। নকল রোধের ব্যাপারে জেলা প্রশাসন এতোই কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিয়েছেন যে, মাথা ঘুরিয়ে ডানে বায়ে তাকালে ধমক। নকল পেলে তো কথাই নেই : সোজা বহিস্কার। নকল সরবরাহকারীদের কোনমতেই পরীক্ষা কেন্দ্রের ধারে কাছে ভিড়তে দেয়া হচ্ছে না। একেকটা কেন্দ্রে আর্মস পুলিশ রাখা হয়েছে গড়ে ২০ জন করে। 'ভাবগতিক খারাপ' দেখে প্রায় ৫শ পরীক্ষার্থী বাংলা পরীক্ষা দেবার পর ইংরেজীর দিন আর পরীক্ষা কেন্দ্রে আসেননি। এরা ভেবেছিল, অন্যান্যবারের মতো এবারেও বুঝি নকলের অবাধ সুযোগ পাবে।

সিক্ বেড

অসুস্থ কেউ হলে তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা হয় পরীক্ষা দেবার। এরকম ব্যবস্থা হয়েছিল বেড়া পরীক্ষা কেন্দ্রে। সেখানে ৩ জন ছাত্র 'সিক্ বেডে' পরীক্ষা দিচ্ছিলো।

কিন্তু প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা হঠাৎ সেখানে হাজির হয়ে দেখলেন, অসুস্থ ২ জন পরীক্ষার্থী বালিশের নীচে রাখা বই থেকে উত্তর টুকছে। সংগে সংগে দু'জনকে বহিস্কার। তৃতীয় ছাত্রটি নকল করছিল না, কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে শুরু হলো তার কান্না। সে বলে, 'স্যার, আমি সুস্থ হয়ে গেছি, আমি হলে গিয়ে অন্য সবার সাথে বসে পরীক্ষা দেবো।' সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

জেলখানা

পাবনা জেলখানায় এইচ, এস, সি পরীক্ষা দিচ্ছিলো ২ জন পরীক্ষার্থী। এদের মধ্যে একজন গ্রেফতার হয় পরীক্ষা শুরুর ৪ দিন আগে, অথচ তার জামিনের আবেদন কেউ করেনি।

তাহলে কি এটা উদ্দেশ্যমূলক? জেলখানায় থেকে পরীক্ষার্থী কি আলাদা কোন সুবিধা চায়? এসব সন্দেহে পাবনার জেলা প্রশাসক একজন কর্মকর্তাকে পাঠালেন জেলখানায়। কর্মকর্তাটি গিয়ে দেখলেন, যা সন্দেহ করা হয়েছিল, তা-ই হচ্ছে। নকল করছে একজন পরীক্ষার্থী। হাতে নাতে ধরে ফেলে সংগে সংগে 'বহিস্কার'। অবশ্য জেলখানা থেকে নয়।

সাংবাদিক গার্ড

সাংবাদিকরা সাধারণত : পরীক্ষা কেমন হলো না হলো সে খবর লেখে। লেখে নকল, সংঘর্ষ, হতাহত ইত্যাদির কথা। 'সংবাদ'-এ দু'বার ছাপা হয় নিলফামারীর ডোমার ও বগুড়ার একটি কেন্দ্রে অবাধ নকলের প্রামাণ্য চিত্র। বেশ সাড়া জাগিয়েছিল।

পাবনা এসে দেখলাম, এখানে বেশ ক'জন সাংবাদিককে পরীক্ষা ইনভিজিলেটর হিসেবে দলভুক্ত করা হয়েছে। রণেশ মৈত্র, মীর্জা শামসুল ইসলামের মতো সিনিয়র সাংবাদিকরা প্রতিটি পরীক্ষার দিন দলের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন উপজেলায় যাচ্ছেন। ভোরে বেরিয়ে যান, সন্ধ্যার পর ফেরেন। প্রশাসন ট্রান্সপোর্ট দিচ্ছেন, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া নিজের।

...রণে ভঙ্গ

নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে পরীক্ষা দেয়ার প্রবণতা অনেকেরই থাকে। এমনটি আগে হয়েছে। শহর ছেড়ে গ্রামের কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলে নকলের সুবিধা মিলতে পারে (অবশ্য সবার ক্ষেত্রে এ কারণ নয়) এ রকম ধারণা রয়েছে অনেকের।

পাবনা শহরের অনেকে এরকম গেছে সুজানগর সাঁথিয়া কিংবা বেড়া কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে। কিন্তু নকল করা যাদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা পারেনি, পারছে না। ফলে রণে ভঙ্গ। বাংলা পরীক্ষা দিলেও ইংরেজীর দিন হলে অনুপস্থিত তারা।

কাজ বন্ধ প্রায়

জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরীক্ষা, নকল প্রতিরোধ আর, শয়ে শয়ে পরীক্ষার্থী বহিস্কার নিয়ে ব্যস্ত। অন্যান্য প্রশাসনিক কাজকর্ম দারুণ ভাবে ব্যাহত হয়ে পড়েছে। পরীক্ষা এবং নকল ধরা ছাড়া অধিকাংশ কর্মকর্তা তাদের অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ কর্ম করতে পারছেন না। টেবিলে ফাইল জমছে। উপজেলাগুলোতেও একই অবস্থা।